بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“গণতন্ত্র”

একটি কুফরী মতবাদ

পার্ট-২

সীট নং-১২

শাঈখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন রাহমানী শাঈখুল হাদীস, জামিআ’ ইসলামিয়া, মাহমুদিয়া, বরিশাল। খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	তারিখঃ ২৯. ০৫. ২০০৯ সময়ঃ বাদ জুমু‘আ স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি। প্রতি জুমু‘আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: http://jumuarkhutba.wordpress.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিকাংশ লোকের মতের বা ভোটের আনুগত্য করতে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে নিষেধ করা হয়েছেঃ

আমাদের মধ্যে যারা ভুল করে গণতন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত কম দোষের মনে করেন এবং ঐ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আরোহণ করে দ্বীন কায়িম করবেন বলে ঐ প্রক্রিয়ার সাথে নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডকে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাদের ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের জন্য পবিত্র কুরআনের সূরা আল আন’আম এর ১১৪-১১৭ নং আয়াত পেশ করছিঃ

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ () وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ () وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ () إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থঃ “(তুমি বলো) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ফয়সালাকারী সন্ধান করবো, অথচ তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের কাছে সবিস্তারে কিতাব নাযিল করেছেন; (আগে) যাদের আমি কিতাব দান করেছিলাম তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়েই এটা (আল কুরআন) নাযিল করা হয়েছে, অতএব তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ন্যায় ও ইনসাফ (-এর আলোকে) তোমার মালিকের কথাগুলোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (হে মুহাম্মাদ) দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা যদি তুমি মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ

থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে; কেননা এরা নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই চলে, (অধিকাংশ ব্যাপারে) এরা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু বলেই না। তোমার মালিক নিসন্দেহে (এ কথা) ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপদগামী হচ্ছে, (আবার) কে সঠিক পথের অনুসারী- তাও তিনি সম্যক অবগত রয়েছেন।" (সূরা আল আন'আম ৬:১১৪-১১৭)

এ আয়াত গণতন্ত্রকে গোমরাহির পথ বলে চিহ্নিত করে; কারণ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ নয়, বরং সমাজের অধিকাংশের ধারণা-কল্পনার অনুসরণ।

জনগণকেও সাবধান করা হয়েছে যেন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত গ্রহণ করার জন্য রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চাপ প্রয়োগ না করে বা পরামর্শ না দেয়। কারণ তাতে তোমাদেরই অসুবিধা হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

অর্থঃ "তোমরা জেনে রাখো, (সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে) তোমাদের মাঝে (এখনো) আল্লাহর রাসূল মজুদ রয়েছে; (আর) আল্লাহর রাসূল যদি অধিকাংশ ব্যাপারে তোমাদের মতেরই অনুসরণ করে চলে, তাহলে তোমরা (এর ফলে) সংকটে পড়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (তা চাননি বলেই) তোমাদের অন্তরে সে ঈমানকে (আকর্ষণীয় ও) শোভনীয় বিষয় করে রেখে দিয়েছেন, আবার তোমাদের কাছে কুফরী, সত্যবিমুখতা ও গুনাহের কাজকে অপ্রিয় অনাকাংখিত বিষয় করে দিয়েছেন; এরাই হচ্ছে সঠিক পথের অনুসারী।" (সূরা আল হুজরাত ৪৯: ৭)

গণতন্ত্র বা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের মতামতের অনুসরণ করতে নিষেধ হওয়ার কারণ সমূহঃ কুর'আনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলোঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ "তুমি কি (তাদের পরিণতি) দেখোনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো, অথচ তারা (সংখ্যায়) ছিলো হাজার হাজার, তাদের (এ কাপুরুষোচিত আচরণে রুষ্ট হয়ে) আল্লাহ তাদের বললেন, তোমরা নিপাত হয়ে যাও, (এক সময় তাদের বংশধররা সাহসিকতার সাথে যালিমদের মোকাবেলা করলো)। আল্লাহ তায়ালাও এর পর তাদের (সামাজিক ও রাজনৈতিক) জীবন দান করলেন; আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের সাহসী) মানুষদের ওপর (সর্বদাই) অনুগ্রহশীল; কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এ জন্যে) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।" (সূরা আল বাক্বারা ২: ২৪৩)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “তারা তোমার কাছে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, এ দিনটি কখন সংঘটিত হবে; তুমি (তাদের) কলো, এ জ্ঞান তো (রয়েছে) আমার মালিকের কাছে, এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না, (তবে) আকাশমন্ডল ও যমীনের জন্যে সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা; এটি তোমাদের কাছে একান্ত আকস্মিকভাবেই; তারা (এ প্রশ্নটি এমনভাবে) জিজ্ঞেস করে যে, মনে হয় তুমি বিষয়টি সব কিছু জানো; (তাদের) বলো, কিয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ সত্যটুকু) জানে না।” (সূরা আল আ’রাফ ৭:১৮৭)

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “অতপর যে ব্যক্তি তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা সুস্পষ্ট (কুরআনের) প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তা সে তিলায়াত করে, (যার ওপর স্বয়ং) তাঁর পক্ষ থেকে সে (মুহাম্মাদ) সাক্ষী (হিসেবে মজুদ) রয়েছে, (তদুপরি রয়েছে) তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব, (যা তাদের জন্যে) পথপ্রদর্শক ও রহমত; এরা এর ওপর ঈমান আনে; (মানব) দলের মধ্যে যে অতপর একে অস্বীকার করবে তার প্রতিশ্রুতি স্থান হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন, সুতরাং তুমি সে ব্যাপারে কোনো রকম সন্দিগ্ধ হয়ো না, এ সত্য হচ্ছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না।” (সূরা আল হুদ ১১: ১৭)

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিলো সে (তাকে নিজ ঘরে এনে) তার স্ত্রীকে বললো, সম্মানজনক ভাবে এর থাকার ব্যবস্থা করো, সম্ভবত (বড় হয়ো) সে (কোনোদিন) আমাদের উপকারে আসবে, অথবা (ইচ্ছা করলে) তাকে আমরা নিজেদের ছেলেও বানিয়ে নিতে পারি; এভাবেই (একদিন) আমি (মিসরের) যমীনে ইউসুফকে (সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা দান করলাম, যাতে করে আমি তাকে স্বপ্নের জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি; আল্লাহ তায়ালা (সব সময়ই) স্বীয় এরাদা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ মানুষ (এ কথাটা) জানে না। (সূরা আল ইউসুফ ১২: ২১)

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ “আমি তো আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতেরই অনুসরণ করে আসছি; (ইবরাহীমের সন্তান ও তাঁর অনুসারী হিসেবে) এটা আমাদের শোভা পায় না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য

কিছুকে শরীক করবো; (তাওহীদের) এ (উত্তরাধিকার) হচ্ছে আমাদের ওপর এবং মানুষের ওপর আল্লাহর তায়ালার এক (মহা) অনুগ্রহ, কিন্তু (আমাদের) অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না ।"(সূরা আল ইউসুফ ১২: ৩৮)

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "অতপর তারা মিসরে ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা তাদের আদেশ করেছিলো; (মূলত) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে এটা কোনোই কাজে আসেনি, তবে (হ্যাঁ) এটা ছিলো ইয়াকুবের মনের একটি ধারণা, যা সে পূর্ণ করে নিয়েছিলো, অবশ্যই সে ছিলো অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, কেননা তাকে আমিই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না ।" (সূরা আল ইউসুফ ১২: ৬৮)

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

(সূরা আল ইউসুফ ১২: ১০৩) (এ সত্ত্বেও) অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে যতোই তুমি অনুগ্রহই পোষন করোনা, তারা কখনো ঈমান আনার মতো নয় ।" (সূরা আল ইউসুফ ১২: ১০৩)

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ "আলিফ লা- ম মী- ম রা । এগুলো হচ্ছে (আল্লাহর) কিতাবের আয়াত এবং যা কিছু তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা (সবই) সত্য, যদিও অধিকাংশ মানুষই এর ওপর ঈমান আনে না ।" (সূরা আর রা'দ ১৩: ১)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ " এরা আল্লাহ তায়ালার নামে শক্ত (ধরনের) শপথ করে বলে, যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় তাকে আল্লাহ তায়ালা কখনো (দ্বিতীয় বার) উঠিয়ে আনবেন না; (হে নবী, তুমি বলো,) হাঁ, (অবশ্যই এটা) তাঁর সত্য ওয়াদা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তো জানে না ।" (সূরা আন নাহল ১৬: ৩৮)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُورًا

অর্থঃ "আমি এ কুরআনের মধ্যে মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে সব ধরণের উপমা দ্বারা (হিদায়াতের বাণী) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অমান্য না করে ক্ষান্ত হলো না ।" (সূরা বানী ইসলাঈল ১৭: ৮৯)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كُفُورًا

অর্থঃ “আমি বার বার এ (ঘটনা) টি তাদের মাঝে সংঘটিত করি, যাতে করে তারা (এ বিষয়টি থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমার অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু করতে অস্বীকার করলো ।” (সূরা আল ফরকান ২৫: ৫০)

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থঃ “অতএব (হে নবী), তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে (সঠিক) দ্বীনের ওপর কায়িম রাখো; আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতির ওপর (নিজেকে দাঁড় করাও), যার ওপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন (মনে রেখো); আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো রদবদল নেই; এ হচ্ছে সহজ (সরল) জীবন বিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না ।” (সূরা আর রুম: ৩০: ৩০)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ (হে নবী,) আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না ।” (সূরা আস সাবা ৩৪ : ২৮)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “(হে নবী) তুমি বলো, আমার মালিক যাকে ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন, (যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা) বুঝে না ।” (সূরা আস সাবা ৩৪: ৩৬)

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ

অর্থঃ “তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও (এভাবে) গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলো ।” (সূরা আস সাফফাত ৩৭: ৭১)

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “নিসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে (দ্বিতীয় বা) সৃষ্টি করা অপেক্ষা বেশী কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না ।” (সূরা আল গাফির ৪০: ৫৭)

إِنَّ السَّاعَةَ لاتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বিশ্বাস করে না ।” (সূরা আল গাফির ৪০: ৫৯)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা- যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনকে পর্যবেক্ষণকারী আলোকোজ্জ্বল করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা আদায় করে না ।" (সূরা আল গাফির ৪০: ৬১)

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ "(হে নবী) তুমি (এদের) বলো, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন, তিনিই (আবার) কিয়ামতের দিন তোমাদের পূনরায় একত্রিত করবেন, এটা (সংঘটিত) হবার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু (তারপরও) অধিকাংশ মানুষ (এ সম্পর্কে কিছুই) জানে না ।" (সূরা আল জাসিয়া ৪৫: ২৬)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ

অর্থঃ " বলুন: হে আহলে কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ্‌র প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি । আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান ।" (সূরা আল মায়িদাহ ৫: ৫৯)

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

অর্থঃ " আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম পৌছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্মে নিস্পৃহ! ।" (সূরা আয-যুখরুফ ৪৭: ৭৮)

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ " কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে, বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না ।" (সূরা আল বাক্বারা ২: ১০০)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থঃ "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে । তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে । আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো । তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী ।" (সূরা আল ইমরান ৩: ১১০)

وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ " তারা বলে: তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিন: আল্লাহ্ নিদর্শন অবতরণ করতে পূর্ন সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না ।" (সূরা আল আন'আম ৬ : ৩৭)

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

অর্থঃ “ আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্খ।” (সূরা আল আন’আম ৬: ১১১)

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ “ আল্লাহ্ ‘বহিরা’ ‘সায়েবা’ ‘ওসীলা’ এবং ‘হামী’ কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।” (সূরা আল মায়িদাহ ৫: ১০৩)

ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

অর্থঃ “ এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।” (সূরা আল আ’রাফ ৭: ১৭)

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

অর্থঃ “ আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী।” (সূরা আল আ’রাফ ৭:১০২)

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহ্রই এলেমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না।” (সূরা আল আ’রাফ ৭: ১৩১)

وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব দান করবেন না। অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়।” (সূরা আল আনফাল ৮: ৩৪)

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

অর্থঃ “ কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্নীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তূষ্ট করে, কিন্তূ তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।” (সূরা আত্ তাওবাহ ৯: ৮)

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

অর্থঃ “ বস্তূতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে।” (সূরা আল ইউনুস ১০: ৩৬)

أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ শুনে রাখ, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহর। শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তবে অনেকেই জানে না।” (সূরা আল ইউনুস ১০: ৫৫)

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ “ আর আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কেয়ামত সম্পর্কে? আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তূ অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।” (সূরা আল ইউনুস ১০: ৬০)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অর্থঃ “ অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।” (সূরা আল ইউসুফ ১২: ১০৬)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের যে, কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার রুযী দিয়েছি। অতএব, সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয়ে কি সমান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র, কিন্তূ অধিকাংশ মানুষ জানে না।” (সূরা আন নাহল ১৬: ৭৫)

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ “ তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।” (সূরা আন নাহল ১৬: ৮৩)

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থঃ " তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটাই আমার পুর্ববর্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না; অতএব তারা টালবাহানা করে।" (সূরা আল আম্বিয়া ২১: ২৪)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ " এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।" (সূরা আন নাহল ১৬: ১০১)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

অর্থঃ " না তারা বলে যে, তিনি পাগল ? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।" (সূরা আল মু'মিনুন ২৩: ৭০)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

অর্থঃ " আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে ? তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।" (সূরা আল ফুরক্বান ২৫: ৪৪)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ " নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তূ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।" (সূরা আশ শু'আরা ২৬: ৮,৬৭,১০৩,১২১,১৭৪,১৯০)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ " অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তূ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।" (সূরা আশ শু'আরা ২৬: ১৩৯)

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ " এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তূ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।" (সূরা আশ শু'আরা ২৬: ১৫৮)

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ

অর্থঃ " তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।" (সূরা আশ শু'আরা ২৬: ২২৩)

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ " বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সূরা আন নামল ২৭: ৬১)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ " আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা আন নামল ২৭: ৭৩)

فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ " অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা আল কাসাস ২৮: ১৩)

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ ") তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্যে একটি নিরাপদ হরম প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফল-মূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সূরা আল কাসাস ২৮: ৫৭)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ " যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।" (সূরা আল আনকাবুত ২৯: ৬৩)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

অর্থঃ " বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পুর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।" (সূরা আর রুম ৩০: ৪২)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ " আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।" (সূরা লুকমান ৩১: ২৫)

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

অর্থঃ "ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী।" (সূরা আস সাবা ৩৪: ৪১)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ " তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।" (সূরা আল ইয়াসিন ৩৬: ৭)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ " আল্লাহ্ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন: একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন-তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সূরা আয যুমার ৩৯: ২৯)

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থঃ " মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নেয়ামত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।" (সূরা আয যুমার ৩৯: ৪৯)

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ

অর্থঃ " সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (সূরা আল ফুসসিলাত ৪১: ৪)

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ " আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।" (সূরা আদ্ দুখান ৪৪: ৩৯)

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ " যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। (সূরা আল হুজরাত ৪৯: ৪)

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “গোনাহগারদের জন্যে এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (সূরা আত্ তূর ৫২: ৪৭)

ধারাবাহিক ভাবে...

***** সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার *****